শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া

ঈশোপনিষৎ

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেতা

—:(*):—

মূল ও অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ।

সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা
মহামহোপাধ্যায়
৺পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

All rights reserved.]

ভাষ্য-ভূমিকা

ঈশা বাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মস্ববিনিযুক্তাঃ, তেষামকর্ম্মশেষস্যাত্মনো যাথাত্ম্য-প্রকাশকত্বাৎ। যাথাত্ম্যং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিদ্ধত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসর্ব্বগতত্বাদি বক্ষ্যমাণম্। তচ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেত, ইতি যুক্ত এবৈষাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ। (১) নহ্যেবংলক্ষণমাত্মনো যাথাত্ম্যমুৎপাদ্যং বিকার্য্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং কর্ত্তৃভোক্তৃরূপং বা, যেন কর্ম্মশেষতা স্যাৎ। সর্ব্বাসামুপনিষদাম্ আত্মযাথাত্ম্যনিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ, গীতানাং মোক্ষধর্ম্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনেকত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি চাশুদ্ধত্ব-পাপবিদ্ধত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধকর্ম্মাণি বিহিতানি। যো হি কর্ম্মফলেনার্থী দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ, দ্বিজাতিরহং ন কাণকুব্জত্বাদ্যনধিকারপ্রয়োজকধর্ম্মবানিতি আত্মানং মন্যতে, সোঽধিক্রিয়তে কর্ম্মসু, ইতি হ্যধিকারবিদো বদন্তি। (২) তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেনাত্ম-বিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোকমোহাদি-সংসারধর্ম্মবিচ্ছিত্তিসাধনম্ আত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি। ইত্যেবমুক্তাধিকার্য্যভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

সাধারণতঃ বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মস্বরূপ-প্রকাশক এই "ঈশা বাস্যম্" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ সেরূপ কোনও কর্ম্মে প্রযুক্ত নহে। কারণ, পরে 'নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বগত ও

---

(১) কিঞ্চ, যঃ কর্ম্মশেষঃ, স উৎপাদ্যো যথা পুরোডাশাদিঃ। বিকার্য্যঃ সোমাদিঃ। আপ্যো মন্ত্রাদিঃ। সংস্কার্য্যো ব্রীহ্যাদিঃ। তৎ উৎপাদ্যাদিরূপত্বং ব্যাপকং ব্যাবর্ত্তমানম্ আত্মযাথাত্ম্যস্য কর্ম্ম-শেষত্বমপি ব্যাবর্ত্তয়তি। তথা, আত্মযাথাত্ম্যং কর্ত্তৃ ভোক্তৃ চ ন ভবতি। যেন 'মমেদং সমীহিত-সাধনম্, ততো ময়া কর্ত্তব্যম্', ইত্যহংকারান্বয়পুরঃসরঃ কর্ত্তৃত্বয়ঃ স্যাৎ? ইত্যাহ নহ্যেবমিত্যাদি। আনন্দগিরিঃ।

(২) অত্র জৈমিনিপ্রভৃতীনাং সম্মতিমাহ—যো হীত্যাদিনা। অর্থিত্বাদিযুক্তস্য কর্ম্মণ্যধিকারঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে প্রতিষ্ঠাপিতঃ। অর্থিত্বাদি চ মিথ্যাজ্ঞাননিদানম্। নহি নভোবৎ নিষ্ক্রিয়স্য (আত্মনঃ) স্বতএব দুঃখাসংসর্গিণঃ পরমানন্দস্বভাবস্য, 'সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মাভূৎ' ইত্যার্থিত্বম্, শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যেন চ 'সমর্থোঽহম্' ইত্যভিমানিত্বং মিথ্যাজ্ঞানং বিনা সম্ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাদাত্ম-যাথাত্ম্য-প্রকাশকা মন্ত্রা ন কর্ম্মবিশেষভূতাঃ, ন চ মানান্তর-বিরুদ্ধাঃ তস্মাৎ প্রয়োজনাদিমত্ত্বমপি তেষাং সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাদেত ইত্যাদি। আনন্দগিরিঃ।

অশরীর' ইত্যাদিরূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপ বর্ণিত হইবে, তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন আত্মা কোন কর্ম্মের অঙ্গ (ক্রিয়োপযোগী) হইতে পারেন না ; সুতরাং তৎপ্রকাশক ঐ সকল মন্ত্রও যাগাদি কর্ম্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, তাদৃশ আত্মা কর্ম্ম-বিধির অনুকূলও নহে,—বরং সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেও কর্ম্মানুষ্ঠানে ঐ সকল মন্ত্রের প্রয়োগ বা ব্যবহার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ কোন ক্রিয়া দ্বারাই উক্তপ্রকার আত্মার উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার, কিংবা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সম্পাদন করাও সম্ভবপর হয় না, (৩) যাহাতে তাহার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশেষতঃ সমস্ত উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র (৪) এক-মাত্র তাদৃশ আত্মস্বরূপ প্রকাশেই পরিসমাপ্ত। [সুতরাং "ঈশা বাস্যম্"

---

(৩) সাধারণতঃ ক্রিয়া দ্বারা এই চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হয়,—(১) উৎপত্তি (২) বিকার (৩) প্রাপ্তি ও (৪) সংস্কার। তদনুসারে কর্ম্মও চারিপ্রকার হইয়া থাকে,—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে। একপ্রকার বস্তুকে যে অন্যপ্রকার করা, তাহাকে বিকার ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য্য বলে। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্য বলে। কোন বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কারবিশিষ্টকে সংস্কার্য্য বলে। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না ; তিনি নির্ব্বিকার, সুতরাং তিনি বিকার্য্য নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী—নিত্যপ্রাপ্ত, সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না ; তিনি নির্গুণ, সুতরাং তাঁহাতে গুণাধান বা দোষাপনয়ন দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না, অতএব তিনি সংস্কার্য্যও হইতে পারেন না। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা কর্ম্ম হইতে পারেন না।

(৪) "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥" অর্থাৎ 'যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্ব্বভূতের বিনাশেও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্।' ইত্যাদি গীতাবাক্য, এবং "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" অর্থাৎ 'একই চন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিতি করায় এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই একরূপে দর্শন করেন।' ইত্যাদি মহাভারতীয় মোক্ষবিষয়ক বাক্যে একই আত্মার সর্ব্বত্র অবস্থিতির কথা বর্ণিত আছে।

ইত্যাদি মন্ত্রের কর্ম্মাঙ্গত্ব নির্দ্দেশ করা অসম্ভব] অতএব বুঝিতে হইবে যে 'আত্মা কর্ত্তা, ভোক্তা, পাপপুণ্যযুক্ত ও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন' ইত্যাদিরূপে অজ্ঞ-জনের স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণানুসারেই শাস্ত্রে কর্ম্ম-বিধি-সমূহ বিহিত হইয়াছে। অধিকার-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যে লোক ঐহিক ব্রহ্মণ্যতেজঃ (শক্তি) ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া আপনাকে দ্বিজাতি বলিয়া মনে করে এবং অধিকার-বিরোধি কাণত্ব-কুব্জত্বাদিদোষ-রহিত বলিয়াও বিবেচনা করে, সেই লোকই অভিলষিত কর্ম্ম-সাধনে অধিকারী হয়। * অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই সকল মন্ত্র আত্মার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, ঐ আত্ম-বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রম অপনয়ন করে এবং শোক-মোহাদিময় সংসার সমুচ্ছেদ করিয়া, লোকের হৃদয়ে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া দেয়। শোকমোহাদিময়-সংসারোচ্ছেদাভিলাষী পুরুষ ইহার অধিকারী। আত্মার যথার্থ স্বরূপ ইহার প্রতিপাদ্য। উক্ত বিষয়ের সহিত এই শাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ হইতেছে প্রতিপাদ্য, আর এই শাস্ত্র হইতেছে তাহার প্রতিপাদক। শোকমোহাদিময়-সংসারোচ্ছেদপূর্ব্বক আত্মৈকত্ব-জ্ঞান উৎপাদন করা ইহার প্রয়োজন। এবংবিধ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই মন্ত্রসকলের আমরা (ভাষ্যকার) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব।